ISSN Online : 2518-9530, ISSN Print : 1813-0372

# ইসলামী আইন ও বিচার

مجلة القانون والقضاء الإسلامي

ত্রৈমাসিক গবেষণা পত্রিকা

www.islamiainobichar.com

বর্ষ : ১৫ সংখ্যা : ৫৮
এপ্রিল-জুন : ২০১৯

বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার

ISLAMI AIN O BICHAR
**ইসলামী আইন ও বিচার**
বর্ষ : ১৫ সংখ্যা : ৫৮

**প্রকাশনায়** : বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার-এর পক্ষে **মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম**

**প্রকাশকাল** : এপিল-জুন:২০১৯

**যোগাযোগ** : বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার
৫৫/বি, পুরানা পল্টন, নোয়াখালী টাওয়ার
স্যুট-১৩/বি, লিফ্ট-১২, ঢাকা-১০০০
ফোন : ০২-৯৫৭৬৭৬২
e-mail: islamiainobichar@gmail.com
web: www.ilrcbd.org

**সম্পাদনা বিভাগ** : ০১৭১৭-২২০৪৯৮
E-mail : editor@islamiainobichar.com

**বিপণন বিভাগ** : ফোন : ০২-৯৫৭৬৭৬২
মোবাইল : ০১৭৬১-৮৫৫৩৫৭
E-mail : islamiclaw_bd@yahoo.com

**প্রচ্ছদ** : ল' রিসার্চ সেন্টার

**কম্পোজ** : ল' রিসার্চ কম্পিউটার্স

**দাম** : ১০০ টাকা US $ 5

Published by Muhammad Nazrul Islam on behalf of Bangladesh Islamic Law Research and Legal Aid Centre. 380/B, Mirpur Road (Lalmatia), Dhaka-1209, Bangladesh. Printed at Al-Falah Printing Press, Maghbazar, Dhaka. Price Tk. 100 US $ 5

**[জার্নালে প্রকাশিত লেখার সকল তথ্য, তত্ত্ব ও মতামতের দায়-দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট লেখক/ গবেষকগণের। কর্তৃপক্ষ বা সম্পাদনার সাথে সংশ্লিষ্ট কেউ প্রকাশিত তথ্য, তত্ত্ব ও মতামতের জন্য দায়ী নন।]**

# ইসলামী আইন ও বিচার

ত্রৈমাসিক গবেষণা পত্রিকা



**প্রধান সম্পাদক**
প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ

**ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক**
প্রফেসর ড. আহমদ আলী

**নির্বাহী সম্পাদক**
মোঃ শহীদুল ইসলাম

**সহকারী সম্পাদক**
ড. মুহাম্মদ রুহুল আমিন রব্বানী

**উপদেষ্টা পরিষদ**

**শাহ আবদুল হান্নান**
সাবেক সচিব, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

**প্রফেসর ড. এম. কবির হাসান**
নিউ অরলিন্স বিশ্ববিদ্যালয়, যুক্তরাষ্ট্র

**প্রফেসর ড. সৈয়দ সিরাজুল ইসলাম**
লেকহেড বিশ্ববিদ্যালয়, কানাডা

**প্রফেসর ড. হাবিব আহমেদ**
ডারহাম বিশ্ববিদ্যালয়, যুক্তরাজ্য

**প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আমানুল্লাহ**
আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় মালয়েশিয়া

**প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইসমাঈল**
আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়, ভারত

**ড. আবূ উমার ফারুক আহমদ**
কিং আব্দুল আযীয বিশ্ববিদ্যালয়, সৌদী আরব

**ড. মুহাম্মদ সাইদুল ইসলাম**
নানওয়াং টেকনলোজি বিশ্ববিদ্যালয়, সিঙ্গাপুর

**সম্পাদনা পরিষদ**

**প্রফেসর ড. বেগম আসমা সিদ্দীকা**
আইন ও বিচার বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

**প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ**
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

**প্রফেসর ড. আ. ক. ম. আবদুল কাদের**
আরবী বিভাগ
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

**প্রফেসর ড. হাফিজ এ. বি. এম. হিজবুল্লাহ**
আল-কুরআন এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া

**প্রফেসর ড. মোঃ ইশারাত আলী মোল্লা**
আরবি ও ফার্সি বিভাগ
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ভারত

**ড. মুহাম্মদ মসিহুর রহমান**
সহযোগী অধ্যাপক, আরবি বিভাগ
আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, ভারত

**ড. মোহাম্মদ মানজুরে ইলাহী**
সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর


## প্রবন্ধকারের জ্ঞাতব্য

ইসলামী আইন ও বিচার পত্রিকা (ISSN-1813-0372/ E-ISSN- 2518-9530) বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক নিবন্ধিত (রেজি. নং: DA-6100) একটি ত্রৈমাসিক একাডেমিক রিসার্চ জার্নাল। যা ২০০৫ সাল থেকে প্রতি তিন মাস অন্তর নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। এ জার্নালে প্রকাশিতব্য প্রবন্ধের বৈশিষ্ট্যাবলি নিম্নরূপ:

* **প্রবন্ধের বিষয়বস্তু:** এ জার্নালে ইসলামের অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি, আইনতত্ত্ব, বিচারব্যবস্থা, ব্যাংক, বীমা, আধুনিক ব্যবসায়-বাণিজ্য, ফিক্‌হশাস্ত্র, ইসলামী আইন, মুসলিম শাসকদের শাসন ও বিচারব্যবস্থা, মুসলিম সমাজ ও বিশ্বের সমসাময়িক সমস্যা ও এর ইসলামী সমাধান এবং তুলনামূলক আইনী ও ফিক্‌হী পর্যালোচনামূলক প্রবন্ধকে গুরুত্ব দেয়া হয়।
* **পাণ্ডুলিপি তৈরি:** পাণ্ডুলিপি অবশ্যই লেখক/লেখকগণের মৌলিক গবেষণা (Original Research) হতে হবে। অন্যের লেখা থেকে গৃহীত উদ্ধৃতির পরিমাণ প্রবন্ধের একচতুর্থাংশের কম হতে হবে। যৌথ রচনা হলে আলাদা পৃষ্ঠায় লেখকগণের কে কোন অংশ রচনা করেছেন বা প্রবন্ধ প্রণয়নে কে কতটুকু অবদান রেখেছেন তার বিবরণ দিতে হবে।
* **প্রবন্ধের ভাষা ও বানান রীতি:** প্রবন্ধটি বাংলা ভাষায় রচিত হতে হবে। তবে প্রয়োজনে ভিন্ন ভাষার উদ্ধৃতি প্রদান করা যাবে। প্রবন্ধ রচনার ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমি প্রণীত প্রমিত বাংলা বানান রীতি অনুসরণ করতে হবে, তবে আরবী শব্দের ক্ষেত্রে ইসলামী ভাবধারা অক্ষুণ্ন রাখা যাবে।
* **প্রবন্ধের কাঠামো:** প্রবন্ধের শুরুতে প্রবন্ধের উদ্দেশ্য, ব্যবহৃত গবেষণা পদ্ধতি ও গবেষণান্তে প্রাপ্ত ফলাফল সম্পর্কে ইঙ্গিত দিয়ে ১০০-১৫০ শব্দের মধ্যে একটি সারসংক্ষেপ (Abstract) থাকতে হবে। সারসংক্ষেপের অব্যবহিত পরে সর্বাধিক ৫টি মূলশব্দ (Keywords) উল্লেখ করতে হবে। অতঃপর প্রবন্ধের শিরোনাম, লেখকের নাম ও পদবী, সারসংক্ষেপ এবং মূলশব্দের ইংরেজি অনুবাদ দিতে হবে। প্রবন্ধে ভূমিকা, উপসংহার ও গ্রন্থপঞ্জিও উল্লেখ থাকতে হবে।
* **উদ্ধৃতি উপস্থাপন:** এ পত্রিকায় তথ্যনির্দেশের জন্য Chicago Manual of Style এর Author-Date পদ্ধতি অবলম্বনে ইন-টেক্সট উদ্ধৃতি ও গ্রন্থপঞ্জি থাকতে হবে। ব্যবহৃত তথ্যসূত্র ও গ্রন্থপঞ্জি ইংরেজি প্রতিবর্ণায়নে উল্লেখ করতে হবে।
* **প্রবন্ধ জমাদান প্রক্রিয়া:** পাণ্ডুলিপি বিজয় কী-বোর্ড এর SutonnyMJ অথবা ইউনিকোড কী-বোর্ড এর Solaimanlipi ফন্টে কম্পিউটার কম্পোজ করে ইসলামী আইন ও বিচার জার্নালের নিজস্ব ওয়েব সাইট www.islamiainobichar.com এ গিয়ে প্রদত্ত নির্দেশনার আলোকে আপলোড করতে হবে। বিকল্প হিসেবে প্রবন্ধের সফট কপি জার্নালের ই-মেইলে (islamiainobichar@gmail.com) পাঠানো যেতে পারে।
* **প্রকাশের জন্য লেখা নির্বাচন:** জমাকৃত প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য কমপক্ষে দু'জন বিশেষজ্ঞ দ্বারা পিয়ার রিভিউ (Double Blind Peer Review) করানো হয়। রিভিউ রিপোর্ট এবং সম্পাদনা পরিষদের মতামতের ভিত্তিতে প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য চূড়ান্ত করা হয়।
* **লেখা প্রকাশ:** প্রকাশের জন্য নির্বাচিত প্রবন্ধ জার্নালের যে কোন সংখ্যায় প্রিন্ট ও অনলাইন উভয় ভার্সনে প্রকাশিত হয়।

প্রবন্ধ রচনার বিস্তারিত নীতিমালা জার্নালের ওয়েব সাইট www.islamiainobichar.com-এ দেখা যাবে।

# সূচিপত্র


**সম্পাদকীয়** ৬

**ইসলামী ফাইন্যান্সে মাকাসিদ আশ শারীআহ-এর প্রয়োগঃ একটি পর্যালোচনা** ৯
মোঃ হাবীবুর রহমান

**বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা : ইসলামের আলোকে একটি বিশ্লেষণ** ৫৯
মোহাম্মাদ নুরুল আমিন
মোহাম্মদ নাছের উদ্দিন

**সন্তানের নামকরণের ইসলামী বিধান ও এর গুরুত্বঃ প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ** ৯৩
কাজী ফারজানা আফরীন

**পণ্যে ভেজাল প্রতিরোধে ইসলাম : পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ** ১০৯
মোঃ শফিকুল ইসলাম


بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

## সম্পাদকীয়

ইসলামী আইনের মূল উদ্দেশ্য বৃহত্তর ও সর্বজনীন মানবকল্যাণ। এ কারণে এর প্রতিটি বিধান ও প্রবিধানে মানবকল্যাণকে বিবেচনা করা হয়েছে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে। কল্যাণ অর্জন কিংবা অকল্যাণ অপসারণ এই দুভাবে এ জনকল্যাণ নিশ্চিত করা যেতে পারে। মানবকল্যাণ নির্ধারণের ক্ষেত্রে ইসলামী আইনের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য তথা মাকাসিদুশ শারীআহ গুরুত্বপূর্ণ এক অনুষঙ্গ। মহান আল্লাহ মানবকল্যাণে ইসলামী আইনের যে উদ্দেশ্য নির্ধারণ করেছেন সেটাই মাকাসিদুশ শারীআহ। ইসলামী আইন দর্শনের সূচনা থেকে মাকাসিদুশ শারীআহ একটি তত্ত্ব (থিওরি) হিসেবে প্রতিষ্ঠিত না থাকলেও মহাগ্রন্থ আল-কুরআন এবং রাসূলুল্লাহর স. সুন্নাহতে এটিকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। তাই সাহাবা কিরামসহ পরবর্তী ইসলামী আইন বিশেষজ্ঞ-ফকীহগণ মাকাসিদুশ শারীআহ তত্ত্বকে প্রয়োগ করেই ইজতিহাদ করেছেন এবং মানবজীবনের প্রায় সকল ক্ষেত্রে অজস্র ইসলামী বিধান উদঘাটন করেছেন। এমনকি অধুনা প্রচলিত 'ইসলামিক ফাইন্যান্স' এ শরীয়ার কী উদ্দেশ্য বর্তমান সময়ের স্কলারগণ তা নির্ধারণের প্রয়াস নিয়েছেন। সাধারণত ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো ধন-সম্পদ সংশ্লিষ্ট মাকাসিদ অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকে। এসব প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে আর্থিক লাভবান হওয়ার পাশাপাশি মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি সাধন হয়, সামাজিক সুবিচার প্রতিষ্ঠা হয় এবং সর্বোপরি সমাজে শান্তি, সমৃদ্ধি, স্থিতিশীলতা, ভ্রাতৃত্ববোধ ইত্যাদির পথ সুগম হয়। ইসলামী ফাইন্যান্সের সাথে মাকাসিদের তাত্ত্বিক কি সম্পর্ক রয়েছে এবং প্রায়োগিক ক্ষেত্রে অনুসৃত বিভিন্ন কর্মপদ্ধতি ও নীতিমালার মাধ্যমে কিভাবে তা বাস্তবায়িত হচ্ছে সেসম্পর্কে আলোচনা ও বিশ্লেষণ করে ইসলামী আইন ও বিচার জার্নালের এ সংখ্যায় রচিত হয়েছে "ইসলামী ফাইন্যান্সে মাকাসিদ আশ শারীআহ-এর প্রয়োগ: একটি পর্যালোচনা" শীর্ষক প্রবন্ধ। প্রবন্ধটিতে ইসলামী ফাইন্যান্সের উল্লেখযোগ্য তিনটি ক্ষেত্র তথা ইসলামী ব্যাংকিং, ইসলামিক ক্যাপিটাল মার্কেট এবং তাকাফুল সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ কতিপয় কার্যক্রম মাকাসিদুশ শারীআহর আলোকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

জলবায়ু পরিবর্তনে বিশ্বের ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। এর প্রভাবে বাংলাদেশকে প্রায়ই বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, জলযান ডুবি, অগ্নিকাণ্ড, ভূমিধস, ভবনধস, বজ্রপাত ইত্যাদির মুখোমুখি হতে হয়। এসব দুর্যোগ মানুষের জান-মালের ব্যাপক ক্ষতি সাধনের পাশাপাশি পরিবেশকেও নানাভাবে বিপর্যস্ত করে তোলে। এ পরিস্থিতিতে পরিবেশের নিরাপত্তা বিধান, মানুষের জানমালের ক্ষয়-ক্ষতি প্রশমন ও জাতীয় অর্থনীতির নেতিবাচক প্রভাব রোধ করার জন্য সুষ্ঠু দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা একান্ত অপরিহার্য। এতদ্দোশ্যে বাংলাদেশ সরকার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন ২০১২ প্রণয়ন করেছে এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি তথা ত্রাণ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের অধীন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর দুর্যোগকালীন ক্ষয়ক্ষতি কমানো এবং দুর্যোগ পরবর্তী ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। বাংলাদেশ সরকার নিজস্ব পরিমণ্ডলে নিজস্ব অর্থায়নে ও আন্তর্জাতিক ত্রাণ সহায়তা প্রকল্পের অধীন বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় যেসব কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে 'বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা : ইসলামের আলোকে একটি বিশ্লেষণ' শীর্ষক প্রবন্ধে সেগুলোকে ইসলামের আলোকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। গবেষণা থেকে স্পষ্ট হয়েছে, ধর্মীয় বিধি-বিধানের অনুশীলন না থাকায় ও নৈতিকতার অবক্ষয়ে মানুষ অযাচিতভাবে পরিবেশ বিপর্যয় করার পাশাপাশি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় বরাদ্দকৃত অর্থ ঘুষ, দুর্নীতি, চুরি ইত্যাদি নানাভাবে অপব্যবহার করছে। বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনগোষ্ঠীকে ইসলামী বিধি-বিধানের আলোকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে সচেতন করা সম্ভব হলে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় ইতিবাচক পরিবর্তন আসবে এবং নিশ্চিত হবে মানবকল্যাণ।

ইসলামী সভ্যতার মূল বৈশিষ্ট্য হলো, এটি একটি পূর্ণাঙ্গ সভ্যতা। সার্বিকভাবে এ সভ্যতা ইসলামী জীবনবিধানের বাস্তব প্রতিচ্ছবি। এ কারণে জীবনঘনিষ্ঠ সব প্রসংগেরই নিজস্বতা এ সভ্যতায় প্রস্ফুটিত হয়েছে। নবজাতকের নামকরণের ক্ষেত্রেও এর ব্যত্যয় হয়নি। ইসলামী সভ্যতায় একটি সুন্দর নামে ভূষিত হওয়া প্রতিটি শিশুরই জন্মগত অধিকার। পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান হিসেবে ইসলাম নবজাত শিশুদের নামের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট নীতিমালা প্রদান করেছে। কিন্তু অনেক মুসলিম সন্তানের নামকরণের ক্ষেত্রে সে নীতিমালা প্রতিভাত হয় না। সন্তানের নামকরণের ক্ষেত্রে তাই আরও সচেতনতা প্রয়োজন।এ বিষয়টি সামনে রেখে "সন্তানের নামকরণের ইসলামী বিধান ও এর গুরুত্ব: প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ" শীর্ষক প্রবন্ধে ইসলামের আলোকে নবজাতকের নামকরণের গুরুত্ব এবং বাংলাদেশে এর চর্চা সম্পর্কে আলোচনা উপস্থাপিত হয়েছে।

ইসলামী সভ্যতার একটি মৌলিক উপাদান হলো নৈতিকতা। সর্বক্ষেত্রে উন্নতি ও কল্যাণ নিশ্চিত করার জন্য প্রতিটি মানুষের নৈতিক অবস্থান শক্ত হওয়া জরুরী। নৈতিকতার এ গুরুত্বের কারণে এটি স্বতন্ত্র এক শাস্ত্রে পরিণত হয়েছে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও বাস্তব যে, বর্তমানে সর্বক্ষেত্রে নৈতিকতার স্খলন সাধারণ বিষয়ে পরিণত হয়েছে। এমনকি ব্যবসার মত একটি পবিত্র পেশাকেও মানুষ অনৈতিকতায় ভরে দিয়ে কলুষিত করে ফেলেছে। বরং পণ্যদ্রব্যে ভেজাল মিশ্রণের বিষয়টি বর্তমানে মহামারী আকারে দাঁড়িয়েছে। অথচ এ জাতীয় কর্মকাণ্ডে মানুষের স্বাস্থ্যগত অধিকার ক্ষুণ্ন হয়। এ কারণে ব্যবসা-বাণিজ্যে অনৈতিকতা অবলম্বন ও পণ্যদ্রব্যে ভেজালের মিশ্রণের ব্যাপারে ইসলাম কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছে। বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনায় ইসলামের দৃষ্টিতে ব্যবসায়ে ভেজাল মিশ্রণের সমস্যা সমাধানে করণীয় বিষয়ে আলোকপাত করার উদ্দেশ্যে "পণ্যে ভেজাল প্রতিরোধে ইসলাম : পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ" শীর্ষক প্রবন্ধটি রচিত হয়েছে।

আইন ও বিচার" জার্নালের ৫৮তম এ সংখ্যায় প্রকাশিত সবগুলো প্রবন্ধই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও সময়োপযোগী। প্রবন্ধগুলো থেকে সংশ্লিষ্ট সকলে উপকৃত হবেন এবং অন্যান্য সংখ্যার মত এ সংখ্যাও সাদরে গ্রহণ করবেন বলে আমরা আশা রাখি। মহান আল্লাহ আমাদের এ প্রচেষ্টাকে কবুল করুন।

- প্রধান সম্পাদক